মেহেরপুরে নকল পানি কারখানায় অভিযান, জরিমানা আদায় ও সিলগালা

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ভ্রাম্যমাণ অভিযান চালিয়ে লাইসেন্স বিহীন অবৈধভাবে গড়ে তোলা ভলভো ব্যাটারী নামের নকল পানি কারখানায় ৩০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় ও কারখানা সিলগালা করে দিয়েছে।

আজ বুধবার (৩ মে) দুপুরের দিকে মেহেরপুর শহরের তাঁতীপাড়া এলাকার মের্সাস ভাই ভাই ড্রিংকিং ওয়াটার নামের প্রতিষ্ঠানে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলার সহকারি পরিচালক মো: সজল আহমেদ এই অভিযান পরিচালনা করেন।

শুধুমাত্র মেহেরপুর পৌর সভার একটি ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে যশোরের ঠিকানা ব্যবহার করে ড্রিংকিং ওয়াটার তৈরীর নামে ভলভো ব্যাটারির নকল পানি তৈরীর অভিযোগে কারখানাটিতে অভিযান চালানো হয়। প্রয়োজনীয় কোনো কাগজপত্র দেখাতে না পারায় ওই ভূঁয়া কোম্পানির মালিক মো: আহসানকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষন আইনের ৫০ ধারায় ৩০ হাজার টাকা জরিমানা ও কারখানাটি সিলগালা করে দেওয়া হয়েছে।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারি পরিচালক সজল আহমেদ বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ওই কারখানাটিতে অভিযান পরিচালনা করা হয়। কারখানাটি যশোরের একটি কোম্পানীর নাম ব্যবহার করে শুধুমাত্র পৌর সভার ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে কারখানা গড়ে তুলেছে। প্রয়োজনীয় কোনো কাগজপত্র দেখাতে না পারায় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের ৫০ ধারায় তাকে জরিমানা করা হয়েছে। এছাড়া কারখানাটি সিলগালা করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

এসময় মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একটি টিম তাকে সহযোগীতা করেন।

গাংনীতে সাপের কামড়ে ব্যবসায়ীর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে সাপের কামড়ে ইয়ারুল ইসলাম (৫২) নামের এক ব্যাক্তির মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার (২৮ এপ্রিল) বিকেল সাড়ে ৫ টার দিকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।

ইয়ারুল ইসলাম গাংনী বাজারের একজন বড়া ব্যবসায়ী ও গাংনী পৌর এলাকার ৭ নম্বর ওয়ার্ড ভিটাপাড়ার মৃত জান আলীর ছেলে।

গাংনী পৌরসভার ৭নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মোতালেব হোসেন জানান, শুক্রবার (২৮ এপ্রিল) দুপুরে পূর্ব মালসাদহ গ্রামের মাঠে ধান ক্ষেতে কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে বিষধর সাপে ইয়ারুল ইসলামকে কামড় দেয়। পরে তাকে পার্শ্ববর্তী এক নম্বর পৌর এলাকার বাঁশবাড়িয়া গ্রামের জনৈক ওঝার কাছে নেয়া হলে তার অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়। পরে বাড়িতে আসার পর বিষধর সাপটিকে খুঁজে বের করে পিটিয়ে হত্যার পর আগুন দিয়ে পোড়ানো হয়।

এ ঘটনার কিছু সময় পর ইয়ারুল ইসলামের অবস্থার অবনতি দেখা দেয়। ফলে তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে মুমূর্ষ অবস্থায় মিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

মেহেরপুরে সেই চার সাংবাদিকসহ ১৭ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট

প্রেমের ফাঁদে ফেলে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের ভিডিও ধারণ করা তারপর ব্ল্যাকমেইল করে অর্থ আদায় চক্রের হোতা মেহেরপুরের চার সাংবাদিকসহ ১৭ জনের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দিয়েছে পুলিশ।

গত ১১ এপ্রিল মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে চার্জশিট জমা দেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ডিবির এস আই আশরাফ

আলী। মামলায় শিল্পতি হাবিবুর রহমান, অ্যাড. কামরুল ইসলামসহ ১৮ জনকে অব্যহতি দেওয়া হয়েছে। এবং ১০জনকে সাক্ষী করা হয়েছে। আগামী ৮মে এই মামলার দিন ধার্য রয়েছে বলে একটি সূত্রে জানা গেছে।

অভিযুক্তরা হলেন- বাংলাভিশন ও নিউজ ২৪ চ্যানেলের মেহেরপুর প্রতিনিধি মুস্তাফিজুর রহমান ওরফে তুহিন আরন্য, ডিবিসি টেলিভিশনের সাংবাদিক আবু আক্তার করন, দেশ টিভির সাংবাদিক রোকসানা আরা, এশিয়ান টিভির সাংবাদিক মিজানুর রহমান জনি, কথিত সাংবাদিক নাজনিন খান প্রিয়া, ছন্দা খাতুন, আটলান্টিক হোটেল মালিক মতিয়ার রহমান, তার ছেলে মামুন জোয়ার্দার, আব্দুস সালাম, হাসিবুল হক জয়, নেহাল আল মুকিত, শাহাজান আলী, মোছা. রুপা, নুসরাত, বর্ষা, সুমন রহমান বিমান ও বিপাশা। এদের মধ্যে মিজানুর রহমান জনি, নাজনিন খান প্রিয়া, ছন্দা খাতুন, মতিয়ার রহমান, মামুন জোয়ার্দার, হাসিবুল হক জয়, শাহাজান আলী, নেহাল আল মুকিত পুলিশের হাতে আটক হয়ে হাজতবাস করেছেন। বর্তমানের তারা জামিনে আছেন। বাকিরা আত্মগোপনে রয়েছেন।

জানা গেছে, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পেনাল কোডের ৪১৭/৩৮৫/৩৮৬/৫০৬ ধারাসহ ২০১২ সালের পর্নোগ্রাফী নিয়ন্ত্রণ আইনের ৮(১),৮(২), ৮(৩), ৮(৪) ধারায় অপরাধ প্রাথমিকভাবে সত্যবলে প্রমানিত হওয়ায় আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন তদন্তকারী কর্মকর্তা।

মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধান ও ওই সময় পুলিশের তথ্য থেকে জানা যায়, একটি নারী চক্র গড়ে তুলে মেহেরপুর শহরের আভিজাত শ্রেনীর হোটেল আটলান্টিকার মালিক মতিয়ার রহমান ও তার ছেলে মামুন বিভিন্ন ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মকর্তা বা অভিজাত শ্রেনীর মানুষকে সুন্দরী নারী দিয়ে প্রেমের ফাঁদে ফেলে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে তা ভিডিও ধারণ করেন। এবং সেই ভিডিও দিয়ে ব্লাকমেইল করে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছিল। এই চক্রে বিভিন্ন এলাকার প্রায় ডজ্জনখানেক সুন্দরী নারী জড়িত ছিলো। তাদের পৃষ্ঠপোষক করতো মেহেরপুরের চার সাংবাদিকও।

জানা গেছে, গত বছরের ২২ নভেম্বর মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের মনোয়ার হোসেন নামের এক এনজিও কর্মী সদর থানায় নারী চক্রের প্রধান হোতা প্রিয়া খানকে আসামি করে দণ্ডবিধির ৪১৭/৩৮৫/৩৮৬/৫০৬ ধারায় একটি মামলা করেন। মামলা দেওয়ার পর পুলিশ বিভাগ তদন্ত শুরু করেন। তদন্তে নানা চাঞ্চল্যকর তথ্য বেরিয়ে আসে। তদন্তের অংশ হিসেবে হোটেল আটলান্টিকায় অভিযান চালিয়ে পুলিশ হোটেল মালিক মতিয়ার, তার ছেলে মামুন ও ছন্দা খাতুনকে আটক করে।

তার আগে মামলার দিনই পুলিশ শহরের হোটেল বাজার এলাকা থেকে নাজনিন খান প্রিয়াকে আটক করে।

ওই মেহেরপুরের জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে ছন্দা খাতুন ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী প্রদান করেন। জবানবন্দীর ওই কপি মেহেরপুর প্রতিদিনে এসে পৌছালে গত বছরের ১ ডিসেম্বর মেহেরপুর প্রতিদিন জবানবন্দী নিয়ে ফলাও করে তার প্রকাশ করলে মেহেরপুর সহ সারাদেশে ওই সংবাদ আলোড়ন সৃষ্টি করে।
জবানবন্দীতে ছন্দা খাতুন এই চক্রের মুখোশ খুলে দেয়। তার জবানবন্দীতে মেহেরপুরের চার সাংবাদিক, কয়েকজন নারীর কথা উঠে আসে। উঠে আসে কয়েকজন আইনজীবীর কথাও। তবে জবানবন্দীতে দেওয়া তথ্যমতে প্রায় সব আসামি পুলিশের চার্জশিটে অভিযুক্ত হলেও কামরুল ইসলাম ওই আইনজীবীকে চার্জশীট থেকে পুলিশ অব্যহতি দেয়।

ছন্দার জবানবন্দী থেকে ওই সময় জানা যায়, বিগত ২/৩ বছর যাবৎ সাংবাদিক তুহিন অরন্য, আবু আক্তার করন, মিজানুর রহমান জনি, রেকসোনা, মানবতার চোখের সাংবাদিক শাহজাহান মেয়েদের মধ্যে বর্ষা, নুসরাত, প্রিয়া, হোটেল মালিক এর ছেলে মামুন সহ অজ্ঞাতনামা কয়েক জন মিলে মেহেরপুর আটলান্টিক হোটেলে কৌশলে ভিডিও ধারন করে ও ব্লাকমেইল করে বিভিন্ন ধনী ব্যক্তি, ব্যবসায়ী, বড় চাকুরীজীবীসহ বিভিন্ন লোককে এই ফাঁদে ফেলে চাঁদা আদায় করে চলেছে। মামুন তাকে প্রতি নিয়ত ভিডিও ফাঁস করার ভয় দেখিয়ে ব্যবহার করতো। সাংবাদিক রেকসোনা, বর্ষা, প্রিয়া, রুপা, নুসরাত এরা বেশি বাইরে যেয়ে বিভিন্ন মানুষের সাথে ঘনিষ্ট হয়ে ভিডিও ধারন করে চাঁদা দাবী করে। পুলিশ এর কথা বললে মতিয়ার তাকে জানায় পুলিশকে প্রতি মাসে টাকা দিয়ে কিনে রেখেছি। পুলিশ তার কিছুই করতে পারবে না। মতিয়ার এই ব্যবসা করে প্রচুর টাকার মালিক হয়েছে। আমঝুপির মৃত মোজাফফর হোসেনের ছেলে সাইদ ওই হোটেলে নিয়মিত যাওয়া আসা করে। কিছুদিন আগে তাকে ব্ল্যাক মেইল করেও অনেক টাকা নিয়েছে এই চক্রটি।

এদিকে, হোটেল আটলান্টিকার কাণ্ড নিয়ে তোলপাড় শুরু হলে ক্রমশই হোটেলটি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয় হোটেল মালিক মতিয়ার রহমান। বর্তমানে হোটেল আটলান্টিক বন্ধ ঘোষনা করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

কুষ্টিয়ায় নকল কসমেটিকস তৈরির অপরাধে দেড়লাখ টাকা জরিমানা

কুষ্টিয়ায় নকল কসমেটিকস তৈরির অপরাধে ইলিয়াস শাহ নামে এক ব্যবসায়ীকে এক লাখ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। পাশাপাশি লক্ষাধিক টাকার ভেজাল কসমেটিকস ধ্বংস করা হয়।

গতকাল বুধবার দুপুরে র্যাব-১২ এবং জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয় হতে যৌথভাবে কুষ্টিয়া শহরের আড়ুয়াপাড়া এলাকায় যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

যৌথভাবে এ অভিযানে নেতৃত্ব দেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কুষ্টিয়ার সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল এবং র্যাব-১২ এর কোম্পানি কমান্ডার স্কোয়াড্রন লিডার মোহাম্মদ ইলিয়াস খান।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কুষ্টিয়ার সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শহরের আড়ুয়াপাড়া আব্দুল জব্বার সড়কে মেসার্স চাঁদের পরী প্রোডাক্টসে গিয়ে দেখা যায় সেখানে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে ভেজাল ও অনুমোদনহীন উৎপাদন ও বিক্রয় করা হচ্ছে। পাশাপাশি বিএসটিআই কর্তৃক নিষিদ্ধ পাকিস্তানের গৌরি স্কিন ক্রিমের নকল করা হচ্ছে। মেসার্স চাঁদের পরী প্রোডাক্টসের সত্ত্বাধিকারী জনাব ইলিয়াস শাহ কে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ৫০ ধারা মোতাবেক ১লাখ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়। পাশাপাশি লক্ষাধিক টাকার ভেজাল কসমেটিকস ধ্বংস করা হয়। জনস্বার্থে এ কার্যক্রম চলমান থাকবে বলেও জানান তিনি।

অভিযানের সার্বিক সহযোগিতা করেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর সুলতানা রেবেকা নাসরীন।

কোটচাঁদপুরে মাটি ব্যবসায়ী সাইফুলকে এক লাখ টাকা জরিমানা

আইন অমান্য করে মাটি কাটার অভিযোগে কোটচাঁদপুরের মাটি ব্যবসায়ি সাইদুল ইসলামকে এক লাখ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমান আদালত। আজ বুধবার সকালে এ জরিমানা করা হয়।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়,কোটচাঁদপুরের পারলাট গ্রামের সাইদুল ইসলাম। সে উপজেলার ঝামাঘাটা এলাকায় আইন অমান্য করে পুকুর থেকে ভেকু দিয়ে মাটি কাটছিল।

খবর পেয়ে কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উছেন মে ও সহকারী কমিশনার (ভুমি) নিরুপমা রায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন।

এ সময় মাটি ব্যবসায়ি সাইদুল ইসলাম কে এক লাখ টাকা জরিমানা করেন। সে কোটচাঁদপুরের পারলাট গ্রামের বাসিন্দা।

বিষয়টি নিয়ে উছেন মে বলেন, অভিযানের সময় ঘটনাস্থলে গিয়ে ছিলাম। তবে জরিমানা করেছেন সহকারী কমিশনার(ভুমি)। ওনি বিস্তারিত বলতে পারবেন।

সহকারী কমিশনার(ভুমি) নিরুপমা রায় বলেন, উপজেলার ঝামাঘাটা এলাকায় অভিযান চালানো হয়। এ সময় ওই কাজের কনডেক্টরকে বালুমহল মাটি ব্যবস্থাপনা আইনের ২০১০ সালের ৪ ধারা মোতাবেক ১৫ এর ১ ধারা অনুযায়ী অভিযুক্ত করে, এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।

ওই সময় ইউএনও স্যার ছিলেন, তবে ভ্রাম্যমান আদালত আমি করেছি। এ সময় তালসার পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক সহ পুলিশ সদস্য ও সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন। এদিকে এ ধরনের অভিযান পরিচালনা করায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এলাকাবাসী।

জীবননগরে জমে উঠছে ঈদের বাজার

ঈদের আর মাত্র ৪ দিন বাকি। এরই মধ্যে জীবননগর উপজেলার বিভিন্ন মার্কেট ও ফুটপাতে জমে উঠছে ঈদের কেনাকাটা। সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত দেখা গেছে ক্রেতাদের আনাগোনা। বিপণিগুলোয় বাড়ছে ভিড়। তৈরি পোশাক কেনার পাশাপাশি নতুন পোশাক বানাতে আগেভাগেই পছন্দের কাপড় কিনছেন তরুণ-তরুণীরা।

বিক্রেতারা জানিয়েছেন, ঈদ যতই ঘনিয়ে আসছে, ক্রেতাদের ভিড় ততই বাড়ছে। তবে দেশে নিত্যপণ্যসহ সবকিছুর দাম বৃদ্ধির ফলে ক্রেতারা ঈদ বাজারে এসে একটু চিন্তা-ভাবনা করেই কেনাকাটা করছেন।

এবার ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে জমে উঠেছে পোশাকের বেচাকেনা। শপিংমলগুলোর পাশাপাশি ফুটপাতেও ক্রেতাদের ভিড় বেড়েছে। ক্রেতাদের উপস্থিতিতে জমজমাট হয়ে উঠেছে জীবননগর পৌর শহরের ঈদবাজার। ঈদ সামনে রেখে মাকের্টগুলোয় দেশি-বিদেশি নানা রঙের ও ডিজাইনের বাহারি পোশাক উঠেছে। উৎসবকে কেন্দ্র করে প্রতিবছরই যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী নতুন পোশাক কেনে। প্রতিবারের মতো এবারও অনেকটা আগে থেকেই চলছে কেনাকাটার ধুম। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শপিং মল ও বিপণিবিতানে বাড়ছে ভিড়।

ক্রেতাদের এমন ভিড়ে খুশি ব্যবসায়ীরাও। তবে এবারের ঈদকে কেন্দ্র করে রোজার শুরু থেকে ক্রেতাদের মার্কেটগুলোয় ভিড় করতে দেখা গেছে। বিক্রেতারা বলছেন, অন্যান্যবারের মতো এবারের ঈদেও তরুণীসহ নারীদের প্রধান আকর্ষণ নতুন কালেকশন।

প্রতিদিন সকাল থেকে জীবননগর পৌর শহরের, মোল্লা মাকেট,তরফদার মাকেট,ইভা টাওয়ার,নুর টাওয়ার এলাকার বিভিন্ন মার্কেটগুলোয় ভিড় করছেন ক্রেতারা। ব্যবসায়ীরা বলছেন, করোনার কারণে গত দুই বছর তাদের লোকসান হয়েছে। তবে এবার রোজা শুরুর আগে থেকেই দোকানে ক্রেতার উপস্থিতি ভালো। প্রতিদিন বাড়ছে বেচাকেনা।

গৃহিণী সাজেদা খাতুন এসেছেন পরিবারের সদস্যদের জন্য পোশাক কিনতে। তিনি জানান, দিন যত যাবে তত ঝামেলা বাড়বে। তখন জিনিসপত্র থাকলেও তেমন পছন্দ হবে না । তাই আগে থেকে কাজ সেরে নিচ্ছি।
এদিকে ক্রেতাদের সামলাতে ব্যাস্ত সময় পার করছেন দোকান মালিক ও কর্মচারীরা। জীবননগর পৌর শহরের তরফদার মাকেট,মোল্লা মাকেট,ইভা টাওয়ার,নুর টাওয়ারের মার্কেটের বেশ কয়েকজন দোকানদারদের সঙ্গে

কথা বলে জানা যায়, গত দুই বছরের চেয়ে এবারের বেচাকেনা অনেকটাই ভালো।, রমজান শুরুর পর থেকেই এবার ক্রেতারা কেনাকাটা শুরু করেছেন। আমরাও ক্রেতাদের চাহিদামতো পোশাক সরবরাহ করতে চেষ্টা করছি।

পৌর শহরের বড় বড় শপিংমলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জমে উঠেছে ফুটপাতের বেচাকেনাও। ফুটপাতের ক্রেতা-বিক্রেতারা জানান, ফুটপাতের দোকানগুলোর জন্য হাজার হাজার টাকা ভাড়া দিতে হয় না। ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য নেই কোনো আলোর ঝলকানি। ফলে স্বল্প লাভে ফুটপাতের বিক্রেতারা ক্রেতাদের দরদামে পোশাক দিয়ে থাকেন, ক্রেতারাও স্বচ্ছন্দে নিয়ে থাকেন। ক্রেতা অনিক রহমান রনি জানান, বড় দোকানগুলো থেকে আমার পক্ষে প্যান্ট কেনা সম্ভব নয়। এজন্য ছেলেকে এখানে নিয়ে এসেছি প্যান্ট কিনতে। ছেলের পছন্দমতো ৪৫০ টাকা দিয়ে জিন্স প্যান্ট কিনে দিলাম।

ফুটপাতের দোকানদার আলতাফ হোসেন জানান, নিজেরাই ব্যবসা করি। এতে কর্মচারীর বেতন, আলোর ব্যবস্থাসহ নানা ধরনের খরচ হয় না। তাই স্বল্প লাভে বড় দোকানের তুলনায় কম দামে পোশাক বিক্রি করতে পারি।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের চুয়াডাঙ্গা জেলার সহকারী পরিচালক মো. সজল আহম্মেদ জানান, সুযোগ বুঝে অতিরিক্ত দাম নেয়া যাবে না। যারা এমন করছেন, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। ভোক্তাস্বার্থ রক্ষায় নিয়মিত অভিযান চলমান রয়েছে।

কার্পাসডাঙ্গায় মৎস্য আড়েৎ মাছ ক্রয় করা’কে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ

গতকাল দামুড়হুদা কার্পাসডাঙ্গার শান্তি হালদারের মৎস্য আড়েৎ মাছ ক্রয় করা’কে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ হয়। না গেছে মদনা ইউনিয়নের মদনা গ্রামের মো: আব্দুলা পিতা আব্দুল জলিল ও

কার্পাসডাঙ্গা কোমরপুর গ্রামের আব্দুল কাদের পিতা এড়েং এর ছেলে সকাল ৯ ঘটিকার সময় মাছ ডাকা’কে কেন্দ্র করে হাতাহাতি হয়, এক পর্যায়ে উভয়পক্ষ মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছিলো।

পরবর্তীতে সন্ধা ৭ টার দিকে কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবদুল করিম বিশ্বাস উভয়পক্ষ’কে ডেকে সমঝোতা করে দেয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন কার্পাসডাঙ্গা বাজার দোকান মালিক সমিতির সভাপতি আলমগীর রাসেল, সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজ কচি, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদুর রহমান (মুকুল), ইউনিয়ন পরিষদের ৪ নং ওয়ার্ড সদস্য ও প্যানেল চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান মন্টু, আওয়ামী লীগ নেতা আক্তারুজ্জামান, ফারুক হোসেন, ইসরাফিল, এবং ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সানাউল কবির(শিরিন) সহ স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ।

কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবদুল করিম বিশ্বাস উভয়পক্ষকে হাতে হাত মিলিয়ে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে ব্যবসা চালিয়ে যেতে বললেন। চেয়ারম্যান এই মহৎ উদ্যোগে মদনা ও কার্পাসডাঙ্গা কোমপুরে উভয়পক্ষই সন্তুষ্ট এবং চেয়ারম্যান’কে সাধুবাদ জানায়।

মেহেরপুরে উই হাটবাজারের উদ্বোধন

মেহেরপুরে We HatBazar এর উদ্বোধন করা হয়েছে। শুক্রবার সকালে মেহেরপুর বড়বাজার চৌরাস্তার মোড় চেম্বার অফ কমার্সের সামনে মানবী বুটিকসে We HatBazar এর উদ্বোধন করা হয়।

এক ঝাক নারীর উদ্যোক্তা সমন্বয়ে We HatBazar আজ থেকে পথ চলা শুরু করল নারীর উদ্যোক্তারা হলেন ফারজানা জেসমিন, রাহাতুল নেছা, খালেছা আক্তার টুসি, আশরাফিয়া আফরোজ, রেহানা মান্নান, এঞ্জেল মিলি, প্রত্যাশা পাল, আনজুম লাকি, তাসমিম রুশদি, মাহফুজা খাতুন, সেলিনা খাতুন সহ আরও আনেকেই।

We HatBazar যেসব পণ্য পাওয়া যাবে তাহলে জবের ছাতু, উৎকৃষ্ট মুড়ি, থ্রি মিক্সড আটা, চিয়া সীড, জিংক চাল, মরিঙ্গা পাউডার, উৎকৃষ্ট স্পেশাল মসলা, বিভিন্ন ধরনের মধু, বিভিন্ন ধরনের আচার, বটিক থ্রি পিস, বাচ্চাদের ড্রেস, হাতের কাজের ড্রেস ইত্যাদি সহ বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র এখানে পাওয়া যাবে।

মেহেরপুরের বিপনি বিতানগুলোতে চলছে শেষ মূহুর্তের বিকিকিনি

বৈশ্যিক সমস্যা করোনার কারণে সারাদেশের ন্যায় গত দুই বছর থমকে যাওয়া মেহেরপুরের ঈদ বাজার এখন জমজমাট বিকিকিনি। বিপনী বিতানগুলোতে সকাল থেকে গভীর রাত অবধি চলছে বেচাকেনা।

ক্রেতাদের আকৃষ্ট করতে নানা রঙের আলোয় সেজেছে বিপণি বিতান গুলো। জমে উঠেছে কেনাবেচা। ২১ টি রোজার পার হলেও যেনো ক্রেতাদের ভীড় কমছেনা। পছন্দের পোশাক কিনতে জেলা ও উপজেলা শহরে ভিড় করছেন ক্রেতারা।

শুধু পোশাকের দোকান নয়, ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে জমে উঠেছে কসমেটিক্স দোকানগুলোতে। তবে ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের উভয়ই একই অভিযোগ আগের তুলনায় সকল পণ্যের দাম বেশি।

বিক্রেতারা বলছেন, গত দুই বছর করোনা কারণে দোকানে তেমন ব্যবসা করা যায়নি। এ বছর পুরোদমে ব্যবসা করতে পারছেন তারা। দ্রব্যমূল্যের দাম বেশি হওয়াই কিছুটা ব্যবসা কম হচ্ছে, এরপরও খুশি তারা।

ফাহাদ তার নানি ও মায়ের সাথে মেহেরপুর শহরে এসেছে ঈদের মার্কেট করতে। ফাহাদের মা ফাহমিদা বলেন, ছেলে একটা প্যান্ট এবং শার্ট দেখে খুব পছন্দ করেছিল। ছেলেকে পরিয়ে দিই শরীরে ফিটিং হয়েছে কিনা। তার খুব পছন্দ হয়েছে। কিন্তু সেই প্যান্ট এবং শার্ট অবশেষে বেশি দামে কিনে নিতে হয়েছে।

রাজাপুর গ্রামের সীমা খাতুন এসেছে মেহেরপুর শহরের বড়বাজার এলাকার হাজী রাবেয়া মার্কেটে। তিনি বলেন, গত বছরের তুলনায় এ বছরে সব কিছুর দাম বেশি। আমার দুই ছেলে মেয়ের পছন্দমত জামা কাপড় কিনতে গিয়ে ১০ হাজার টাকা মত খরচ হয়ে গেছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত নিজেদের জন্য সেই ভাবে কিছু কিনতে পারিনি।

সদর উপজেলার সোনাপুর গ্রামের আলফাজ উদ্দীন এসেছেন ঈদ মার্কেট করতে। অনেক বিপনি বিতানে ঘুরে কাহিল হয়ে পড়েছেন। অবশেষে বড় বাজারে এসেছেন কিছু কিনবে বলে। তিনি বলেন জামা প্যান্ট নেওয়ার জন্য বিভিন্ন দোকান ঘুরছি গত বছরের তুলনায় এ বছরে কাপড়ের দাম অনেক বেশি বলছে।

দারিয়াপুর গ্রামের আব্দুর রহমান ও সাবান আলী বলেন, ‘এ বছর পোশাকের আমদানি বেশি হলেও জিনিসের দাম একটু বেশি। দাম কিছুটা কম হলে, ক্রেতাদের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকত।’

পাটিপাতা কিডস এর স্বত্বাধিকার আতিক বলেন গতবারের তুলনায় মালামাল আমাদের বেশি রেটে কেনা পড়ছে। আমরা তুলনামূলক লাভ কম করে কাস্টমারকে দেওয়ার চেষ্টা করছি। মানুষ পাঁচটার জায়গায় দুইটা বা একটা কাপড় কিনছে। আমার কাপড়টা যেন আটকিয়ে না যায় সেজন্য কম লাভে দিয়ে দিচ্ছি।

হোটেল বাজার মাফীন ফ্যাশানের স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ আলী বলেন, প্রতিটা জামাকাপড়ের উপর ২০০ টাকা হারে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। আমি গত ঈদের যে পরিমাণ মালামাল দোকানে তুলেছিলাম এবার সেই পরিমাণ মালামাল যদি আবার দোকানে তুলি তাহলে আমার এক্সটা ২ লক্ষ টাকা আরো বেশি লাগবে। তিনি আরো বলেন যে গত বৃহস্পতিবার থেকে কাস্টমাররা ঈদের কেনাকাটা শুরু করেছে। তবে অতিরিক্ত গরমে বেশিরভাগ কাস্টমার বিকেলে এবং ইফতারের পরে আসছেন।

বড় বাজার তানহা কসমেটিক্স এন্ড ফ্যাশান এর স্বত্বাধিকারী আবু তৈয়ব বলেন, বঙ্গবাজার দুর্ঘটনার প্রভাব আমাদের মেহেরপুরেও পড়েছে। যার কারণে প্রতিটি পোশাকের দাম একটু বেশি। তাছাড়া কাস্টমাররা সবসময়ই দোকানে আসছে এবং তাদের পছন্দ অনুযায়ী পোশাক কিনছে।

কাথুলি রোডে সোনিয়া স্টোরের স্বত্বাধিকারী মোঃ সামিউল ইসলাম ডালিম বলেন, সকল প্রকার প্রসাধনীর উপর ১০ থেকে ১৫ টাকা হারে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সময় কসমেটিকসের পণ্য কিনতে আসা এক গ্রাহক বলেন আমি কিছুদিন আগে আমি কসমেটিক্সের এই পণ্যটা ৬০ টাকা করে

কিনেছি সেই পণ্যটা এখন ৭০ টাকা দিয়ে কিনতে হচ্ছে।

মেহেরপুর জেলা পুলিশ সুপার রাফিউল আলম বলেন, ‘প্রতিটি মার্কেটেই সাদা পোশাকে পুলিশ থাকছে। বেশি সদস্য বাড়িয়ে ভ্রাম্যমাণ টিম মাঠে কাজ করছে। এখন পর্যন্ত কোনো অপ্রিতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। আগামী দিনেও নিশ্চিন্তে মানুষ ঈদের বাজার করতে পারবে।’

কুষ্টিয়ায় আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল একশ বিঘারও বেশি পানের বরজ

কুষ্টিয়ার মিরপুরে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে একশ বিঘারও বেশি পানের বরজ। গতকাল বুধবার দুপুরে উপজেলার পোড়াদহ ইউনিয়নের আহাম্মদপুর ও বেলগাছী গ্রামে ভয়াবহ এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে মিরপুর ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট প্রায় আড়াই ঘণ্টা চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

কৃষক আব্দুল মান্নান বলেন, দুপুর দেড়টার দিকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ১০ মিনিটের মধ্যে পুরো মাঠে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। একশ বিঘার ওপরে পানের বরজ পুড়ে গেছে। সব পানের বরজ পুড়ে গেছে। কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে বলেও জানান তিনি।

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা বলেন, হঠাৎ পানের বরজে আগুন দেখতে পাই আমরা। কিছুক্ষণের মধ্যে আগুন পার্শ্ববর্তী ক্ষেতগুলোতেও ছড়িয়ে পড়ে। ১০০ বিঘা পানের বরজ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আমরা সরকারের সহযোগিতা চাই।

মিরপুর ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন কর্মকর্তা সবুজ হোসেন বলেন, পানের বরজে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার খবর পেয়ে মিরপুর ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। দুটি ইউনিটের চেষ্টায় প্রায় আড়াই ঘণ্টা পর আমরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হই। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তদন্ত করে জানানো হবে। তিনটি ঘর ও প্রায় ১০০ বিঘার ওপরে পানের বরজ পুড়ে গেছে। আগুনের সূত্রপাতের বিষয়টি এখনো জানা যায়নি।

গতকাল দুপুরে এই এলাকার বেলগাছী গ্রামের পানের বরজসহ বসতবাড়ীতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এতে আটটি পরিবার খোলা আকাশের নিচে মানবেতর জীবনযাপন করছে।

এদিকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন মিরপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কামারুল আরেফীন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এ্যাড. আবদুল হালিম, উপজেলা ভারপ্রাপ্ত ইউএনও হারুন অর রশীদ।